অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ নিউইয়র্কে কিংসডমে পাশাপাশি ফ্লাটে বাংলাদেশের শবনম এবং ভারতের চন্দনা পরিবারসহ বাস করে। একবার শবনব চন্দনার কাছ থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার সর্বোপরি কৃষক, শ্রমিক কীভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন যুগিয়েছিল তার তথ্যবহুল বর্ণনা জানতে পারে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধে ভারতের পত্র পত্রিকার ভূমিকাও ব্যাপক অবদানের কথা চন্দনা শবনমকে জানায়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক কে? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা কী ছিল? ২

গ. চন্দনার দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদান ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. চন্দনার জানানো শেষের অবদানটির কথা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না- মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানকে একটি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অমানুষিক নির্যাতন বন্ধের জরুরি আহ্বান জানান। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা বিরোধী দেশগুলোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ চন্দনার দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অবদান ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণ তথা শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠিত হয়। ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশংকর আমেরিকার লস এঞ্জেলস-এ বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লাখ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায় ও গণেশ পাইনের মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশের ওপর ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন এবং ছবি বিক্রির টাকা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্নদাশংকর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, রমেন মিত্র প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

এককথায় ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন।

ঘ চন্দনার জানানো শেষের অবদান হলো ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান যা বাঙালি জাতি কোনোদিন ভুলবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম। বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়া ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র তখন পাশে ছিল এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে।

ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যা হয়েছে। তিনি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লেখেন, 'ট্যাংকস ক্রাশ রিজেন্ট ইন পাকিস্তান।' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের মুজিবনগর থেকে সর্বপ্রথম 'দৈনিক জয়বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

এছাড়াও ভারতীয় প্রচার মাধ্যম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এবং নিরীহ বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারণা চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গকে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকে শরণার্থীদের দুর্দশা, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শনসমূহ দেখানোর ব্যবস্থাও করেছিল।

প্রশ্ন ▶২ বানতিনের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হলে দেশটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। বন্ধু দেশের জনগণের এসব আশ্রয়প্রার্থী মানুষের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ ছিল মনে রাখার মতো। এ সময় বন্ধু রাষ্ট্রের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের অবদানের কথা বানতিনের দেশের মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা কী নামে খ্যাত? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধু দেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কোন দেশের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশের বুদ্ধিজীবীদের অবদান উল্লেখ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা মুক্তিবাহিনী নামে খ্যাত।

খ মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনী সহায়তাদান, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের সংগীত শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক গান, প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করে আবহমান বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র-জনতাসহ বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণকে উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়ে এ বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধু দেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের তুলনা করা যায়।

ভারত সরকার বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যখন লাখ লাখ বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তখন তারা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল। অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শরণার্থীদের প্রতি ভারতের আচরণ ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, মুক্তিবাহিনী ইত্যাদি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে বৈদ্যনাথতলায় আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের ব্যয়ের বড় অংশই ভারত সরকার বহন করত। আর মুক্তিবাহিনীর সদস্যের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করার কাজটি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ওপর গিয়ে পড়ে। তাই বলা যায় সার্বিকভাবে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

উদ্দীপকে বানতিনের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হলে দেশটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধকালীন বানতিনের দেশের সাথে ভারতের কর্মকাণ্ডের তুলনা করা যায়।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণ তথা শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠিত হয়। ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবি শংকর আমেরিকার লস এঞ্জেলস-এ বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লাখ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শিল্পী বাঁধন দাস ছবি আঁকা ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে। অন্নদাশংকর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, রমেন মিত্র প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গায়কেরা বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন, ঋত্বিক ঘটক, শুকদেব আর মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

এককথায় ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন ▶৩ নাওশাদ শিক্ষা সফরে একটি দেশে যায়। দেশটি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সরাসরি সামরিক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল। নাওশাদ জানতে পারে যে, ১৯৭১ সালে দেশটি পাকিস্তানকে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ◀*শিখনফল-২*

ক. কত তারিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকার কূটনৈতিকদের আনুগত্য প্রকাশ পায়?

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. নাওশাদ যে দেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে সে দেশ পাকিস্তানকে কীভাবে সাহায্য করেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকার কূটনৈতিকদের আনুগত্য প্রকাশ পায়।

খ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে বৈদ্যনাথতলায় আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল এ অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সবকিছুই এ সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে ১৯৭৩ সালের আগ পর্যন্ত সেই অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত হতে থাকে।

গ নাওশাদ চীন দেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল। আর চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সরাসরি সামরিক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল।

ভারত চীনের আঞ্চলিক শত্রু হওয়ায় এবং পাকিস্তান ভারতের আজন্ম শত্রু হওয়ায় চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্ব ছিল খুবই গভীর। এজন্য চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। বরং পাকিস্তানি গণহত্যা ও বাঙালি নির্যাতনকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পর্কে চীনের নেতাদের তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার ওপর চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করত। তাই পাকিস্তানের অবস্থা যাতে অস্থিতিশীল না হয় এবং দ্বিখণ্ডিত না হয় সে অবস্থা নিশ্চিত করতে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। চীন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে থেকেই পাকিস্তানকে অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করে আসছিল। এমনকি চীন সরকার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পাকিস্তানকে ৪৫ মিলিয়ন ডলালের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশ তথা চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে সহায়তা করেছিল।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশ তথা চীন দেশের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বরের পর থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতের পূর্বাঞ্চলে সামরিক হামলা করলে শুরু হয় সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ। এ সময় হতে চীন জাতিসংঘে সরাসরি বাঙালি বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার লক্ষ্যে ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে দুটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু প্রস্তাব দুটোর বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে এবং চীনের নিজস্ব প্রস্তাবে ভারতকে আগ্রাসী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক বিবৃতিতে 'তথাকথিত' বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তীব্র সমালোচনা করে। তবে পরবর্তীতে চীন তার নীতি পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রাষ্ট্র অর্থাৎ চীন দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিলেও চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ◀ *শিখনফল: ১ ও ২*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিল- তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিল তা— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানকে একটি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অমানুষিক নির্যাতন বন্ধের জরুরি আহ্বান জানান। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা বিরোধী দেশগুলোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল তার সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছিল ভারত। পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সকল শরণার্থী শিবিরে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদান করে ভারত সরকার এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া প্রচার মাধ্যমে ও কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারত বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে নারকীয় গণহত্যা চলছে তা প্রতিরোধ করা বহির শক্তির নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া ভারতীয় প্রচার মাধ্যম পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। আর ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে দ্রুত পাক বাহিনীকে ধ্বংস করেছিল। আর ভারতই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত নানাভাবে সহায়তা করে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপরীতধর্মী বা বিপক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখণ্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারসহ মার্কিন প্রশাসনের নীতিনির্ধারক মহল ব্যতীত পাকিস্তানের বর্বর হামলা ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন আমেরিকার কোথাও তেমন দেখা যায়নি। বরং মার্কিন কংগ্রেস, পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম এবং জনমত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেশ শক্তিশালী ছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যুগিয়েছিলেন। নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের কিছুই করার নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে শুরু করে ১০ জুলাই পর্যন্ত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও ১০ জুলাই থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্ট সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ এবং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য আহ্বান করেন। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপমহাদেশের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত 'সপ্তম নৌবহর' ও এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করেন। তাছাড়াও যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে জাতিসংঘে মার্কিন কূটনীতিও সক্রিয় থাকে।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নেতিবাচক ছিল।

প্রশ্ন ▶৫ ১৯৩৯ সালে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তারা বিশ্ব শান্তির জন্য উপায় খুঁজতে থাকে। অবশেষ ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ নামে একটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এই শান্তি প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বিশেষ করে ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যা, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্যালেস্টাইনে অশান্তি, সিরিয়া সমস্যাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কার্যকর তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন দেশে দুর্যোগে সাহায্য এবং সমস্যাগ্রস্ত কিছু দেশে সৈন্য পাঠিয়ে দু' একটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এই বিশ্ব সংগঠনটি। মূলত ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের নির্দেশের বাইরে কাজ করার খুব একটা ক্ষমতা এই সংগঠনটির নেই। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোথা থেকে গ্রেফতার করা হয়?

খ. বুদ্ধিজীবী দিবস বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের সাথে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "মূলত ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না— এই উক্তির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির ৩২নং বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

খ বুদ্ধিজীবী দিবস বলতে ১৪ ই ডিসেম্বরকে বোঝায়।
২৫ মার্চ এর কালোরাত থেকে নয় মাসে পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যার সর্বশেষ নজির ছিল ১৪ ডিসেম্বর বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকবাহিনী বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরি করে তাদের ধরে আনা হয় ঢাকার মিরপুরের শিয়ালবাড়ি, মোহাম্মদপুরের রায়ের বাজার বদ্ধভূমিসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের হত্যা করা। বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ স্মরণ রাখার জন্য স্বাধীনতার পর ১৪ ডিসেম্বর অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী হত্যার দিনটি বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে সরকার ঘোষণা করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের সাথে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লীগ অব নেশনের ব্যর্থতার পর ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের জন্ম হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলেও পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক বাঙালি নিধনে ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ সংস্থাটি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।
উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষ করে ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, সিরিয়া সমস্যাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কার্যকর তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন দেশে দুর্যোগে সাহায্য এবং সমস্যাগ্রস্ত কিছু দেশে সৈন্য পাঠিয়ে দু'একটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এই বিশ্ব সংগঠনটি। তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা বিশেষ করে শরণার্থীদের ভরণপোষণে জাতিসংঘের যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই শরণার্থী একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পাকবাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এ সময় এক বিরাট জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।
মূলত ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

ঘ 'মূলত ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না।"— এই উক্তির সাথে আমি একমত।
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় লীগ অব নেশনের ব্যর্থতার পর ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের ৫টি রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাষ্ট্রগুলোর একটি অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে আর তাহলো 'ভেটো' (Veto) যার অর্থ হলো, আমি ইহা মানি না। এই ক্ষমতার বলে বৃহৎশক্তিগুলো সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা ভেটো দিয়ে বাতিল করার সুযোগ রয়েছে। এই ভেটো ক্ষমতা থাকার কারণে ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যা, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্যালেস্ট্যাইনে অশান্তি, সিরিয়া সমস্যাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জাতিসংঘ কার্যকর তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। একই কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘের অকার্যকারিতা দেখা যায়।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। ব্রিটেন শুরুতে কৌশলগত অবস্থানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন নীতিকেই সমর্থন করেছিল। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে একাই লড়তে হয়েছিল। বাংলাদেশ যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন পাকিস্তানের পরামর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাস করার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা আনয়নের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সময় তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। ফলে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব হয়।
সুতরাং বলা যায়, ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না।

প্রশ্ন ▶৬ বাংলাদেশি ছাত্র রিপন সাহা পড়ালেখা করতে গিয়েছিল কানাডার টরেন্টোতে। সেখানে তার সাথে এমন এক দেশের এক ছাত্রের পরিচয় ঘটে যে দেশের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিল কোনো এক বিশেষ চক্রের কারণে। কারণটি ছিল পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক তাদের পছন্দ নয় এটাই। যদি পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতো তবে হয়ত উক্ত দেশটির সমর্থন বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন পেত না, তবে পরাশক্তি হিসেবে এই দেশটির একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

◀শিখনফল-৫

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাদানে ভারতের কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত অংশ নিয়েছিলেন? ১
খ. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে সহযোগিতা করে? ২
গ. রিপন সাহার যে দেশের ছাত্রের সাথে পরিচয় ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশটির অবদান তুলে ধর। ৩
ঘ. যে কারণেই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দেশটির সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানে ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশংকর অংশ নিয়েছিলেন।

খ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও জনমত গঠনের মাধ্যমে সহায়তা করে।
প্রবাসীরা বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট আবেদন করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিভিন্ন দেশের সরকারের নিকট আবেদনসহ বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যার ফলে গোটা বিশ্বের জনগণ পাকিস্তানের নারকীয় তাণ্ডবের প্রতি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

গ রিপন সাহার সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক দেশের ছাত্রের সাথে পরিচয় ঘটে। আর এ দেশটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতাবিরোধী দেশগুলোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে একটি অনানুষ্ঠানিক পত্রের মাধমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন ও রক্তপাত চালানো হচ্ছে তা জরুরিভাবে বন্ধের জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়া বিদ্যমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করে ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দেয়। পরাশক্তি হিসেবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উক্ত দেশ অর্থাৎ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ যে কারণেই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দেশটি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল– বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কোনো সময়ই পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সত্তার বিরোধী ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসকবর্গ ছিলেন অতিমাত্রায় ভারতবিরোধী ও চীনঘেঁষা। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভারত ও মস্কোঘেঁষা আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে তৎপর হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রুশ-চীনবিরোধ। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল চরম বৈরিতার। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কোনো একটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হলে সে দেশটি চীনের শত্রুতে পরিণত হবে। আর এ কারণেই পাকিস্তান চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনেপ্রাণে চেয়েছিল পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে। কিন্তু চীন-পাকিস্তান মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায় এবং বাধ্য হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৭ দুর্যোগপরবর্তী এলাকার উন্নয়নে, কাব স্কাউট, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রাখায় হাজিগঞ্জ গ্রামের চেয়ারম্যান লুৎফর চৌধুরী এক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সেদিন বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষও সম্মাননা লাভ করেন। ◀*শিখনফল-৫*

ক. ১৯৭১ সালে নিকোলাই পদগোর্নি কোন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের উদ্যোগ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লুৎফর চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কোন প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়া বিভিন্ন মহামানুষের মানবিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে নিকোলাই পদগোর্নি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ বেশ কিছু উদ্যোগে গ্রহণ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি ভারত এবং অন্যটি বাংলাদেশে নিয়োজিত থেকে শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যুদ্ধ বন্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রভৃতি প্রসঙ্গে জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে ভেটো ক্ষমতাধারী দেশগুলোর জন্য এসব উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।

গ লুৎফর চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানানো সম্মাননার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে বিদেশি ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও মুক্তিযুদ্ধের বিপদকালীন মুহূর্তে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। তাদের বিভিন্নমুখী সাহায্য সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুতগতিতে আসে। তাদের কাজের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুর্যোগ পরবর্তী এলাকার উন্নয়নে, কাব স্কাউট, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রাখে। এ জন্য হাজিগঞ্জ গ্রামের চেয়ারম্যান লুৎফর চৌধুরী বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে সম্মাননা প্রদান করেন। বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাহায্যকারীগণের প্রতি অনুরূপ সম্মাননা প্রদান করে।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সম্মাননার সাথে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সহযোগীদের সম্মাননা জানানোর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা প্রক্রিয়া বিভিন্ন মহামানবের মানবিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে– বক্তব্যটি যথার্থ।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদেরকে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মান', 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা', ও 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' দেয়া হয়। যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন এসব সম্মাননা পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের পণ্ডিত রবিশংকর, লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং রাশিয়ার নিকোলাই পদগোর্নি, ইয়াঙ্ক মালিক, অধ্যাপক ভ্লাদিমির স্ট্যানিস, ডবিনিন প্রমুখ। আবার, যুক্তরাজ্যের এ্যাডওয়ার্ড হিথ, হ্যারল্ড, উইলসন, পিটার ডেভিড শোর, মাইকেল বার্নাস এবং জার্মানির ইউলি বান্ট, সুনীল দাশগুপ্ত ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পান। তাদেরকে এই সম্মাননা দেয়ার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে

উক্ত ব্যক্তিবর্গ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, অবদান রেখেছিল। এমনকি সে সময় নিজেদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যার দরুণ স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মানবতার জন্য এ অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, আর বাংলাদেশ সরকারের সম্মাননা প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের মানবিক অবদান উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করবে।

প্রশ্ন ▶৮ সুমনের মামা আবুল ১০ বছর ধরে কানাডায় থাকেনে। সেখানে তিনি একটি কোম্পানির ম্যানেজার পদে চাকরি করেন। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ শুনে তিনি উদ্বিগ্ন হন। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কয়েকজন বাংলাদেশি নিয়ে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কানাডায় অবস্থানরত বিভিন্ন বাংলাদেশি, কানাডার বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এ তহবিলে অনেক অর্থ জমা দেন। আবুল সমস্ত অর্থ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের আশ্রয়হীনদের জন্য পাঠান। উক্ত সাহায্য পেয়ে আশ্রয়হীনরা আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। ◀*শিখনফল-৫*

ক. কত তারিখ শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

খ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে কানাডা প্রবাসী আবুলের কর্মকাণ্ড ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের কোন কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উক্ত কর্মকাণ্ডের তৎপর্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালের ২৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রই "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" নামে পরিচিত।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা একটি বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এটি প্রথমে কলকাতা থেকে এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে সম্প্রচারিত হয়। এ বেতার কেন্দ্রটিই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে কানাডা প্রবাসী আবুলের কর্মকাণ্ড ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে বাঙালি প্রবাসীরা যেখানে ছিল সেখানে থেকেই ঝাপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ অব্যাহত রাখা, ভারতে আশ্রয়-নেওয়া ১ কোটি শরণার্থীর খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক সাহায্য বন্ধে কূটনৈতিক তৎপরতায় অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সংগ্রহের জন্য ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিরা লন্ডনে হামরোজ ব্যাংকে "বাংলাদেশ ফান্ড" নামে একটি একাউন্ট খোলে। এই একাউন্টের অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র, খাদ্য, ঔষধ ক্রয় করে লন্ডন থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হতো। এভাবে প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, কানাডা প্রবাসী আবুল ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ পেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কয়েকজন বাংলাদেশি নিয়ে একটি তহবিল গঠন করে। এই তহবিলে কানাডায় অবস্থানরত বাঙালিরা অনেক অর্থ সাহায্য দেয়। এ অর্থ-সাহায্য পেয়ে আশ্রয়হীনরা বাঁচার স্বপ্ন দেখে। অর্থাৎ বলা যায় আবুলের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রবাসী বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উক্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ প্রবাসী বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালিরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলে। নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিরা জাতিসংঘ ভবনের সম্মুখে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।

অন্যদিকে লন্ডনে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সম্মুখে পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচার এবং নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কংগ্রেস সদস্য বাঙালিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে ব্রিটেন প্রবাসীরা। ব্রিটেনে ২০টি শহরে কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড মনিটরিং করার জন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সংগ্রহের জন্য লন্ডনে হামরোজ ব্যাংকে একটি একাউন্ট খোলা হয়। এই একাউন্টের অর্থ দিয়ে শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ক্রয় করে কেন্দ্রীয়ভাবে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হতো।

প্রবাসী বাঙালিরা লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রধান করে এক সমাবেশের আয়োজন করে এবং এমনিভাবে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন খুলে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে প্রবাসীরা। বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছে দেয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ফলে বিশ্ববাসী পাকিস্তানি বর্বরতার কথা জানতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাহায্যে বিশ্বের জনগণ এগিয়ে আসে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় প্রবাসী বাঙালিদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে টিকে থেকে হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ▶১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিলেও চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ◀ *শিখনফল: ১ ও ২*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিল- তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিল তা— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানকে একটি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অমানুষিক নির্যাতন বন্ধের জরুরি আহ্বান জানান। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা বিরোধী দেশগুলোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল তার সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছিল ভারত। পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সকল শরণার্থী শিবিরে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদান করে ভারত সরকার এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া প্রচার মাধ্যমে ও কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারত বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে নারকীয় গণহত্যা চলছে তা প্রতিরোধ করা বহির শক্তির নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া ভারতীয় প্রচার মাধ্যম পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। আর ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে দ্রুত পাক বাহিনীকে ধ্বংস করেছিল। আর ভারতই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত নানাভাবে সহায়তা করে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপরীতধর্মী বা বিপক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখণ্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারসহ মার্কিন প্রশাসনের নীতিনির্ধারক মহল ব্যতীত পাকিস্তানের বর্বর হামলা ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন আমেরিকার কোথাও তেমন দেখা যায়নি। বরং মার্কিন কংগ্রেস, পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম এবং জনমত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেশ শক্তিশালী ছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যুগিয়েছিলেন। নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের কিছুই করার নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে শুরু করে ১০ জুলাই পর্যন্ত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও ১০ জুলাই থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্ট সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ এবং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য আহ্বান করেন। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপমহাদেশের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত 'সপ্তম নৌবহর' ও এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করেন। তাছাড়াও যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে জাতিসংঘে মার্কিন কূটনীতিও সক্রিয় থাকে।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নেতিবাচক ছিল।

প্রশ্ন ▶২ বানতিনের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হলে দেশটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। বন্ধু দেশের জনগণের এসব আশ্রয়প্রার্থী মানুষের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ ছিল মনে রাখার মতো। এ সময় বন্ধু রাষ্ট্রের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের অবদানের কথা বানতিনের দেশের মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা কী নামে খ্যাত? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধু দেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কোন দেশের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশের বুদ্ধিজীবীদের অবদান উল্লেখ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা মুক্তিবাহিনী নামে খ্যাত।

খ মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনী সহায়তাদান, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের সংগীত শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক গান, প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করে আবহমান বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র-জনতাসহ বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণকে উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়ে এ বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধু দেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের তুলনা করা যায়।

ভারত সরকার বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যখন লাখ লাখ বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তখন তারা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল। অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শরণার্থীদের প্রতি ভারতের আচরণ ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, মুক্তিবাহিনী ইত্যাদি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে বৈদ্যনাথতলায় আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের ব্যয়ের বড় অংশই ভারত সরকার বহন করত। আর মুক্তিবাহিনীর সদস্যের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করার কাজটি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ওপর গিয়ে পড়ে। তাই বলা যায় সার্বিকভাবে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

উদ্দীপকে বানতিনের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হলে দেশটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধকালীন বানতিনের দেশের সাথে ভারতের কর্মকাণ্ডের তুলনা করা যায়।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণ তথা শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠিত হয়। ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবি শংকর আমেরিকার লস এঞ্জেলস-এ বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লাখ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শিল্পী বাঁধন দাস ছবি আঁকা ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে। অন্নদাশংকর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, রমেন মিত্র প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গায়কেরা বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন, ঋত্বিক ঘটক, শুকদেব আর মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

এককথায় ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন ▶৩ ১৯ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ১৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রাক্তন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব মি. অর্থাবটমালি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনুমতি নিয়ে পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে দেখেছেন, সেখানে ফসল কাটা হয়নি, ফলে সেখানকার জনগণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। ◀*শিখনফল-৩*

ক. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ভারতকে কী অপবাদ দিয়েছিল? ১
খ. ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক শ্রী অনিল ভট্টাচার্য কীভাবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন? ২
গ. মি. অর্থাবটমালির বক্তব্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কীরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পূর্ববঙ্গের জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই— কমনওয়েলথ সচিবের এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ভারতকে অপবাদ দিয়ে বলে থাকে যে ভারত মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে নিজেদের স্বার্থেই সাহায্য করেছিল।

খ ত্রিপুরা হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচারের সম্পাদক শ্রী অনিল ভট্টাচার্য কলকাতায় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ত্রিপুরা প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দূরদর্শী সাংবাদিক শ্রী অনিল ভট্টাচার্য কেবল সমাচার, যুগান্তরে সাংবাদিকতা করেই নয়, তিনি ৮ মাসব্যাপী মুজিবনগর সরকারের পূর্বাঞ্চল জোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধা ও বহু রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মীদের বিশেষ সহযোগিতা করেন। তিনি সাপ্তাহিক সমাচারে পাকবাহিনীর নজিরবিহীন অত্যাচার, হত্যা, জ্বালাও পোড়াও ও ধর্ষণের খবরাখবর প্রচার করে বিশ্ববাসীর নজর কাড়েন।

গ মি. অর্থাবটমালির বক্তব্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৭১ সাল ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের বছর। এ বছর পাক-হানাদারবাহিনী অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। তবে পাক হানাদার বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতিতে বাংলাদেশের মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। পাক-হানাদারবাহিনী যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, ফেনীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকের ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বাংলার কৃষকশ্রেণি পতিত হয় নিঃস্ব অবস্থায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। অনাহারে, অর্ধাহারে প্রতিদিন মরেছিল শত শত মানুষ। এ দুর্ভিক্ষের সাথে সাথে দেখা দেয় নানা ধরনের মহামারী। চিকিৎসার অভাবে সবার উর্ধ্বে মানবতা যেন পুরান দেয়ালের ন্যায় ধ্বসে পড়েছিল সেদিন। এর ফলে মানুষজন দলে দলে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ সময়কার দুর্ভিক্ষে মানুষ বাঁচার জন্য সবুজ গাছের পাতা পর্যন্ত সিদ্ধ করে খেয়েছিল। তবুও ইয়াহিয়া সরকারের একটু টনক নড়ল না বরং পাষণ্ডের ন্যায় বাংলাদেশকে শোষণ করেছিল।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, মি. অর্থাবটমালির বক্তব্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভাব ও অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে কমনওয়েলথ সচিবের উক্তি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এ বিষয়ে আমি একমত পোষণ করছি।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে ধরনের শোষণ করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রতিভাধর কণ্ঠ। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের সামরিকসহ অন্যান্য বৈষম্যের প্রতিবাদে তিনি ১৯৬৬ সালে উত্থাপন করেছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। তার ছয় দফার ভিত্তিতেই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আটক করলে শুরু হয় পূর্ব বাংলার মানুষের গণআন্দোলন। এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি মনোভাব পোষণ করে। এ লক্ষ্যে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর দীর্ঘদিন পাকিস্তানের কারাগারে থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। তার নির্দেশেই মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। অবশেষে এ মহান নেতার অবদানেই অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

পরিশেষে বলা যায়, পূর্ববঙ্গের জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই-কমনওয়েলথ সচিবের এ উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪ নাওশাদ শিক্ষা সফরে একটি দেশে যায়। দেশটি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সরাসরি সামরিক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল। নাওশাদ জানতে পারে যে, ১৯৭১ সালে দেশটি পাকিস্তানকে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ◀*শিখনফল-২*

ক. কত তারিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকার কূটনৈতিকদের আনুগত্য প্রকাশ পায়?

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. নাওশাদ যে দেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে সে দেশ পাকিস্তানকে কীভাবে সাহায্য করেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকার কূটনৈতিকদের আনুগত্য প্রকাশ পায়।

খ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে বৈদ্যনাথতলায় আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল এ অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সবকিছুই এ সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে ১৯৭৩ সালের আগ পর্যন্ত সেই অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত হতে থাকে।

গ নাওশাদ চীন দেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল। আর চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সরাসরি সামরিক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল।

ভারত চীনের আঞ্চলিক শত্রু হওয়ায় এবং পাকিস্তান ভারতের আজন্ম শত্রু হওয়ায় চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্ব ছিল খুবই গভীর। এজন্য চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। বরং পাকিস্তানি গণহত্যা ও বাঙালি নির্যাতনকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পর্কে চীনের নেতাদের তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার ওপর চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করত। তাই পাকিস্তানের অবস্থা যাতে অস্থিতিশীল না হয় এবং দ্বিখণ্ডিত না হয় সে অবস্থা নিশ্চিত করতে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। চীন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে থেকেই পাকিস্তানকে অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করে আসছিল। এমনকি চীন সরকার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পাকিস্তানকে ৪৫ মিলিয়ন ডলালের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশ তথা চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে সহায়তা করেছিল।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে উক্ত দেশ তথা চীন দেশের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বরের পর থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতের পূর্বাঞ্চলে সামরিক হামলা করলে শুরু হয় সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ। এ সময় হতে চীন জাতিসংঘে সরাসরি বাঙালি বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু

করে। পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার লক্ষ্যে ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে দুটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু প্রস্তাব দুটোর বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে এবং চীনের নিজস্ব প্রস্তাবে ভারতকে আগ্রাসী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক বিবৃতিতে 'তথাকথিত' বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তীব্র সমালোচনা করে। তবে পরবর্তীতে চীন তার নীতি পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রাষ্ট্র অর্থাৎ চীন দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে।

প্রশ্ন ▶৫ বাংলাদেশি ছাত্র রিপন সাহা পড়ালেখা করতে গিয়েছিল কানাডার টরেন্টোতে। সেখানে তার সাথে এমন এক দেশের এক ছাত্রের পরিচয় ঘটে যে দেশের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিল কোনো এক বিশেষ চক্রের কারণে। কারণটি ছিল পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক তাদের পছন্দ নয় এটাই। যদি পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতো তবে হয়ত উক্ত দেশটির সমর্থন বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন পেত না, তবে পরাশক্তি হিসেবে এই দেশটির একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ◀*শিখনফল-৫*

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাদানে ভারতের কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত অংশ নিয়েছিলেন? ১

খ. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে সহযোগিতা করে? ২

গ. রিপন সাহার যে দেশের ছাত্রের সাথে পরিচয় ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশটির অবদান তুলে ধর। ৩

ঘ. যে কারণেই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দেশটির সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানে ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশংকর অংশ নিয়েছিলেন।

খ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও জনমত গঠনের মাধ্যমে সহায়তা করে।

প্রবাসীরা বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট আবেদন করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিভিন্ন দেশের সরকারের নিকট আবেদনসহ বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যার ফলে গোটা বিশ্বের জনগণ পাকিস্তানের নারকীয় তাণ্ডবের প্রতি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

গ রিপন সাহার সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক দেশের ছাত্রের সাথে পরিচয় ঘটে। আর এ দেশটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতাবিরোধী দেশগুলোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে একটি অনানুষ্ঠানিক পত্রের মাধমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন ও রক্তপাত চালানো হচ্ছে তা জরুরিভাবে

বন্ধের জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়া বিদ্যমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করে ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দেয়। পরাশক্তি হিসেবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উক্ত দেশ অর্থাৎ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ যে কারণেই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দেশটি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল—বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কোনো সময়ই পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সত্তার বিরোধী ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসকবর্গ ছিলেন অতিমাত্রায় ভারতবিরোধী ও চীনঘেঁষা। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভারত ও মস্কোঘেঁষা আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে তৎপর হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রুশ-চীনবিরোধ। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল চরম বৈরিতার। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কোনো একটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হলে সে দেশটি চীনের শত্রুতে পরিণত হবে। আর এ কারণেই পাকিস্তান চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনেপ্রাণে চেয়েছিল পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে। কিন্তু চীন-পাকিস্তান মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায় এবং বাধ্য হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ দুর্যোগপরবর্তী এলাকার উন্নয়নে, কাব স্কাউট, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রাখায় হাজিগঞ্জ গ্রামের চেয়ারম্যান লুৎফর চৌধুরী এক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সেদিন বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষও সম্মাননা লাভ করেন। ◀*শিখনফল-৫*

ক. ১৯৭১ সালে নিকোলাই পদগোর্নি কোন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের উদ্যোগ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লুৎফর চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কোন প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়া বিভিন্ন মহামানুষের মানবিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে নিকোলাই পদগোর্নি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ বেশ কিছু উদ্যোগে গ্রহণ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি ভারত এবং অন্যটি বাংলাদেশে নিয়োজিত থেকে শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যুদ্ধ বন্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রভৃতি প্রসঙ্গে জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে ভেটো ক্ষমতাধারী দেশগুলোর জন্য এসব উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।

গ লুৎফর চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানানো সম্মাননার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে বিদেশি ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও মুক্তিযুদ্ধের বিপদকালীন মুহূর্তে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। তাদের বিভিন্নমুখী সাহায্য সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুতগতিতে আসে। তাদের কাজের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুর্যোগ পরবর্তী এলাকার উন্নয়নে, কাব স্কাউট, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রাখে। এ জন্য হাজিগঞ্জ গ্রামের চেয়ারম্যান লুৎফর চৌধুরী বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে সম্মাননা প্রদান করেন। বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাহায্যকারীগণের প্রতি অনুরূপ সম্মাননা প্রদান করে।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সম্মাননার সাথে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সহযোগীদের সম্মাননা জানানোর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা প্রক্রিয়া বিভিন্ন মহামানবের মানবিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে– বক্তব্যটি যথার্থ।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদেরকে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মান', 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা', ও 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' দেয়া হয়। যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন এসব সম্মাননা পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের পণ্ডিত রবিশংকর, লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং রাশিয়ার নিকোলাই পদগোর্নি, ইয়াঙ্ক মালিক, অধ্যাপক ভ্লাদিমির স্ট্যানিস, ডবিনিন প্রমুখ। আবার, যুক্তরাজ্যের এ্যাডওয়ার্থ হিথ, হ্যারল্ড, উইলসন, পিটার ডেভিড শোর, মাইকেল বার্নাস এবং জার্মানির ইউলি বান্ট, সুনীল দাশগুপ্ত ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পান। তাদেরকে এই সম্মাননা দেয়ার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উক্ত ব্যক্তিবর্গ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, অবদান রেখেছিল। এমনকি সে সময় নিজেদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যার দরুণ স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মানবতার জন্য এ অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, আর বাংলাদেশ সরকারের সম্মাননা প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের মানবিক অবদান উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করবে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৭ সুমনদের দেশের স্থিতিশীলতার ওপর সাইফদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে। এ অবস্থায় সুমনদের দেশের সাথে সবুজদের দেশের যুদ্ধ বাধে। এ সময় নিজ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার কারণে সুমনদের দেশ সবুজদের দেশের ওপর অন্যায় অমানবিক আচরণ করা সত্ত্বেও সাইফদের দেশ সুমনদের দেশকেই সমর্থন জানায়। শুধু সমর্থন জানিয়েই তাদের কর্মকাণ্ড শেষ হয়নি বরং তারা সুমনদের অন্যায় আচরণে সাহায্যও করে।

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের মতে বাইরের শক্তির নৈতিক দায়িত্ব কী ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে শরণার্থী সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাইফদের দেশটির কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন দেশের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রতি উক্ত দেশটির কর্মকাণ্ডকে তোমার মতের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪